SAAB নির্বাচন ২০২৬ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি -০২

বিষয়:- SAAB নির্বাচন ২০২৬ প্রার্থী আচরণ বিধি

বিদ্যমান বাস্তবতায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার তাগিদে SAAB -এর গঠনতন্ত্রের ধার সমূহ, বিশেষত ধারা-৫, ৬, ৬.১(১), ৬.১(৫) অনুসরণ করে নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন আশা করে যে, SAAB –এর সদস্যদের মতো উচ্চ শিক্ষিত সদস্য ও ভোটার সমৃদ্ধ অনন্য সংগঠনের নির্বাচনী প্রচারণা, ভোট প্রার্থনা ও সামগ্রিক নির্বাচনী কর্মকান্ডে মার্জিত রুচি ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হবে। সে কারণে মানহানিকর প্রচারণা, অপরের জন্য মানহানিকর ও মনোবেদনার কারণ হতে পারে এমন আলোচনা, সংগঠনের ঘোষনাপত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক আচরণ থেকে প্রার্থি ও ভোটার সকলেই বিরত থাকবেন। নির্বাচন শেষে নতুন কার্যকরি কমিটি গঠিত হবে। তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কিন্তু নির্বাচনের প্রচারণা, ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য ভোটারগণ যেন SAAB –এর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে বিচ্যুত না হন।

১. নির্বাচনী প্রচার কাজে (স্ব-শরীরে, ইলোকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে) প্রার্থী, প্রস্তাবক, সমর্থক সকলকে উপরে উল্লেখিত আচরন সীমা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে SAAB –এর প্রার্থী ও ভোটারদের কর্মকান্ড নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষনের আওতায় থাকবে।

২. প্রার্থী বা কোনো ভোটার অপর ভোটারদের অবগতির জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সংগঠনের জন্য তার কর্ম পরিকল্পনা প্রচার করতে পারবেন। তবে অপর প্রার্থী সম্পর্কে মানহানিকর, বিদ্বেষপ্রসূত এবং অমর্যাদাকর আক্রমন ও প্রচারণা, গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকবেন।

৩. প্রার্থী, প্রস্তাবক বা সমর্থনকারী কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোটারদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোনো আর্থিক উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করতে পারবেন না।

৪. নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমার ভিতরে নির্বাচনী প্রচার কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকবে।

৫. নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য প্রার্থী, ভোটার লিখিতভাবে প্রমানসহ নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ জানাতে পারবেন। এরূপ অভিযোগ অথবা নির্বাচন কমিশনের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে স্ব-উদ্যোগে কমিশন নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য কোনো প্রার্থী বা ভোটারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক (প্রার্থীতা বাতিল বা ভোটদানের অধিকার রহিত করার মতো) ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৬. চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় যে সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে কেবল তাঁরা নির্বাচনে ভোটার, প্রার্থী, প্রার্থী'র প্রস্তাবক ও সমর্থনকারী হতে পারবেন।

Scanned with CamScanner

৭. একজন ভোটার একটি পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হবার যোগ্য হবেন। তবে একজন প্রার্থীর নামে একাধিক পদের জন্য মনোনয়ন ফরম কেনা যাবে। প্রতিটি পদের জন্য পৃথক আবেদন জমা দিতে হবে। অসম্পূর্ণ, ভুল তথ্য প্রদান করা হলে আবেদন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

৮. একজন ভোটার একাধিক প্রার্থীর জন্য প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে পারবেন, তবে একই পদে একাধিক প্রার্থীর জন্য প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে পারবেন না।

৯. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার চালানো যাবে এবং লিফলেট বিতরণ করা যাবে। তবে কোনো পোষ্টার, ব্যানার ইত্যাদি লাগানো যাবে না;

১০. নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য স্ব-শরীরে ভোটারকে নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ব্যালট পেপার সংগ্রহ এবং নির্বাচন কেন্দ্রের নির্ধারিত বুথে গিয়ে গোপনে ভোট প্রদান করতে হবে। ভোটারদের পরিচয় নিশ্চিত করতে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/ পাসপোর্ট প্রদর্শন করে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে হবে।

১১. কার্যনির্বাহী কমিটি'র ২২(বাইশ) জন সদস্য নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্রের ধারা ৬.১(৫) অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটদাতা ব্যালট পেপারে উল্লিখিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও সরবরাহকৃত ব্যালটে নির্বাচনের ভোট দিতে হবে।

১২. কোনো প্রার্থীর পক্ষে একজনবৈধ ভোটার নির্বাচন কমিশনের লিখিত পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া অবলোকন করতে পারবেন। একজন প্রার্থী একজন মাত্র পর্যবেক্ষক নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন। ১১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ১৬.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রার্থীর পক্ষে পর্যবেক্ষণকারীর অনুমোদন সংগ্রহ করতে হবে। অনুমোদনপ্রাপ্ত ভোট পর্যবেক্ষণকারী ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন বলে প্রতীয়মান হলে নির্বাচন কমিশন তাকে কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন।

১৩. একাধিক প্রার্থী কোন নির্ধারিত পদে সমাস সংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় লটারি'র মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচিত হবেন।

১৪. নির্বাচন কমিশন SAAB –নির্বাচন ২০২৬ অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত প্রয়োজনে অতিরিক্ত আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বিজ্ঞপ্তি আকারে অবহিত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির উক্ত অতিরিক্ত আচরণ বিধি বর্তমান আচরণ বিধির অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৫. এই আচরণ বিধি নির্বাচন ফলাফল ঘোষনা ও আপীল নিস্পত্তি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১৬. নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসেবে গন্য হবে।

১৭. নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় বা দায়িত্ব হস্তান্তর সভায় নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝিয়ে দিবে।

৭ জুন ২০২৬
প্রকৌ. ফাহমিদা আক্তার,
(এল-৫৯৪)
নির্বাচন কমিশনার
SAAB নির্বাচন ২০২৬

07.06.2026
অধ্যাপক ড. এ.এস.এম.
গোলাম মরতুজা, (এল-০৯১)
নির্বাচন কমিশনার
SAAB নির্বাচন ২০২৬

07.06.2026
প্রফেসর ড.তাইবুল হাসান খান,
(এল-২৩৪)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
SAAB নির্বাচন ২০২৬

Scanned with CamScanner